

66086 - যিনি পরদিন সফর করবেন বিধায় রোয়া না-রাখার নিয়ত করেছেন; কিন্তু পরে সফরে যাওয়া হয়নি

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে রোয়া না-রাখার নিয়ত করেছেন। ফজর হওয়ার পর তিনি তার সফর বাতিল করেছেন; কিন্তু রোয়া ভঙ্গকারী কোন বিষয়ে লিপ্ত হননি। এক্ষেত্রে তার ছক্ষুম কি?

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এর দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুসাফির রমজানে রোয়া ভঙ্গ করতে পারে। তবে তাকে সমস্থ্যক রোয়ার কায়া করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[2] الْبَقْرَةُ : [185] (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدْهُ مِنْ أَيَّامِ أَخْرَ)

“আর কেউ অসুস্থ থাকলেকিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাকারা, ২ : ১৮৫]

যে ব্যক্তি তার নিজ শহরে অবস্থান করছেন এবং সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছেন তিনি নিজ শহরের বাড়িঘরের সীমানা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত ‘মুসাফির’ হিসেবে গণ্য হবেন না। তাই শুধু সফরের নিয়ত করলেই মুসাফিরের অবকাশসমূহ (রোখসত) যেমন- রোয়া ভঙ্গ করা, সালাত সংক্ষিপ্ত করা ইত্যাদি গ্রহণ করা হালাল নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসাফিরের জন্য রোয়া ভঙ্গ করা বৈধ করেছেন। নিজ শহর অতিক্রম না করা পর্যন্ত কেউ ‘মুসাফির’ বলে গণ্য হবে না।

ইবনে কুদামাহ‘আল-মুগনী’ (৪/৩৪৭) গ্রন্থে ‘যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সফর করেন তিনি রোয়া ভঙ্গ করতে পারবেন’ উল্লেখ করার পর বলেছেন: “যখন এটি সাব্যস্ত হল তখন তার জন্য রোয়া ভঙ্গ করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তার শহরের ঘরবাড়ি পিছনে ফেলে আসেন। অর্থাৎ আবাসিক এলাকা অতিক্রম করে এর ভবনসমূহ থেকে দূরে চলে আসেন।” তবে হাসান (রহঃ) বলেছেন: “যেদিন তিনি সফর করতে চান সেদিন তিনি চাইলে তার নিজ বাড়িতেই রোয়া ভঙ্গ করতে পারেন।” একই রকম অভিমত আছ্বা (রহঃ) হতেও বর্ণিত আছে। এ ব্যাপারে ইবনে ইবনে আব্দুল বার্র (রহঃ) বলেছেন: হাসান (রহঃ) এর বক্তব্যটি বিরল। নিজ শহরে থাকা অবস্থায় রোয়া ভঙ্গ করা কারো জন্য জায়েয নয়। কিয়াস দ্বারা অথবা কুরআন-হাদিসের দলীল দ্বারা এটাকে জায়েয করা যায় না। হাসান (রহঃ) হতে বিপরীতধর্মী বক্তব্যও বর্ণিত আছে।”

এরপর ইবনে কুদামা বলেন: “আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

[2 البقرة : 185] (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمُّهُ)

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে উপস্থিত আছে, সে যেন এতে রোয়া পালন করে।”[সূরা বাকারা, ২:১৮৫] অর্থাৎ যে ব্যক্তি দাহ্শ এখানে দাহ্শ মানে- (حاضر لم يسافر) যিনি উপস্থিত আছেন, সফর করেননি। নিজ শহর থেকে বের না-হওয়া পর্যন্ত তিনি মুসাফির হিসেবে গণ্য হবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজ শহরে অবস্থান করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুকিমের(স্বগৃহে অবস্থানকারীর) হৃকুমসমূহ তার উপর বর্তাবে। তাই তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করবেন না”। সমাপ্ত

শাহীখ ইবনে ‘উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যিনি সফরের নিয়ত করেছেন এবং অজ্ঞতাবশতঃ নিজ গৃহে থাকতেই তিনি রোয়া ভেঙ্গে ফেলেছেন, তারপর সফরে বের হয়েছেন - তার উপর কাফফারা দেয়া কি ওয়াজিব?

তিনি উত্তরে বলেন : “তার জন্য নিজ বাড়িতে রোয়া ভঙ্গ করা হারাম। কিন্তু তিনি যদি সফরে বের হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে রোয়া ভেঙ্গে থাকেন তাহলে তাকে শুধু রোয়া কায়া করতে হবে।”সমাপ্ত [ফাতাওয়াআস-সিয়াম (পৃঃ ১৩৩)]

আশ-শারহুল-মুমত্তি (৬/২১৮) গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

“রাসূলের সুমাহ ও সাহাবীগণ হতে বর্ণিত বাণীসমূহে রয়েছে যে, কেউ দিনের বেলা সফর করলে রোয়া ভঙ্গ করতে পারে। এক্ষেত্রে তার নিজ গ্রাম ছেড়ে যাওয়া শর্ত কিনা? নাকিসফরের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বের হলেই রোয়া ভঙ্গ করতে পারবে?

উত্তর: সলফে সালেহীন (সাহাবী, তাবি'ঈ ও তাবে-তাবি'ঈ) হতে এ ব্যাপারে দুইটি মত বর্ণিত হয়েছে। আলেমগণের মধ্যে অনেকে এ মত পোষণ করেন যে, কেউ যদি সফরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয় শুধু বাহনে আরোহণ করা বাকি থাকে, তাহলে তার জন্য রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয়। এ ব্যাপারে তাঁরা আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে উল্লেখ করেন যে, তিনি এমনটি করতেন। আপনি যদি আয়াতে কারীমাটি পর্যালোচনা করেন তাহলে দেখবেন যে, এ মতটি শুন্দ নয়। কারণ সে ব্যক্তি এখন পর্যন্ত মুসাফির হয়নি, তিনি এখন পর্যন্ত মুকীম (স্বদেশে অবস্থানকারী ব্যক্তি) রয়েছেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তার জন্য নিজ গ্রামের বাড়িঘর অতিক্রম না করা পর্যন্ত রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয় নয়।

অতএব সঠিক মত হল, সে নিজ এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত রোয়া ভঙ্গ করবে না। এ কারণে নিজ শহর থেকে বের না হওয়া পর্যন্তসালাত সংক্ষিপ্ত করা বৈধ নয়। একই ভাবে নিজ এলাকা থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয় নয়।”সমাপ্ত[সংক্ষিপ্ত ও কিছুটা পরিমার্জিত]

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যে ব্যক্তি রাত থাকতেই সফর করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছেন তার জন্য রোয়া ভঙ্গকারী হিসেবে দিন শুরু করা জায়েয় নয়। বরং তাকে রোয়ার নিয়ত করতে হবে। এরপর দিন শুরু হলে তিনি যদি সফর করেন এবং তার নিজ গ্রামের বাড়িঘর অতিক্রম করেন তখন রোয়া ভঙ্গ করা তার জন্য জায়েয় হবে।

মোদ্দা কথা, যে ব্যক্তি পরদিন সফর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিধায় রাতে রোয়ার নিয়ত করেননি তিনি ভুল করেছেন। এক্ষেত্রে তাকে সেই দিনের পরিবর্তে কায়া রোয়া আদায় করতে হবে। যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, পরদিন তিনি সফর করেনি। কারণ তিনি রাত থাকতে রোয়ার নিয়ত করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

رواه أبو داود (2454) والترمذى (730) وصححه الألبانى فى صحيح أبي داود (مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصَّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ)

“যে ব্যক্তি ফজর হওয়ার পূর্বে রোয়ার নিয়ত করেনি তার রোয়া হবে না।”[হাদিসটি আবু দাউদ (২৪৫৪) ও তিরমিয়ী (৭৩০) বর্ণনা করেছেন এবং আলবানীসহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহীহ বলে চিহ্নিত করেছেন।] এই ব্যক্তিযদি সফর করতে না পারেন তারউচিত হবে এই মাসের সম্মানার্থে দিনের অবশিষ্টাংশ রোয়া ভঙ্গকারী সকল বিষয় (মুফতিরাত) থেকে বিরত থাকা। কারণ তিনি শরিয়ত অনুমোদিত ওজর (অজুহাত) ছাড়াই রোয়া ভঙ্গ করেছেন। [আশ-শারহ আল-মুমত্তি(৬/২০৯)]

তাই প্রশ়ঙ্কারীর উচিত আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে মাফ চাওয়া এবং তিনি যা করেছেন তা থেকে তওবা করা এবং সেই দিনের রোয়া কায়া করা।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।